হাওড় পর্যটন গাইডলাইন ২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ জুড়ে থাকা বিস্তীর্ণ হাওড়কে ঘিরে প্রকৃতিভিত্তিক পর্যটন বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা হাওড়াঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত যেখানে হাওড় পর্যটন বিকাশের অনেক সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এই দেশে বিদ্যমান দুটি রামসার সাইট এর একটি টাঙ্গুয়ার হাওড় অন্যটি সুন্দরবন রিসার্ভ ফরেস্ট এবং অন্য একটি প্রস্তাবিত হাওড় (হাকালুকি হাওড়) রামসার কনভেনশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। হাওড় পর্যটন বিশ্বজুড়ে প্রকৃতি এবং রোমাঞ্চপ্রেমী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার সম্ভাবনাময় মাধ্যম যা বাংলাদেশের পর্যটন অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে পারে। 'হাওড় পর্যটন গাইডলাইনে বাংলাদেশে হাওড় পর্যটনের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রচার এবং সংরক্ষণের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

হাওড়: হাওড় হলো মূলত বিস্তৃত প্রান্তর, যা প্রতিবছর মৌসুমী বৃষ্টির সময় তথা বর্ষাকালে পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষাকালে হাওড়ের পানিকে সাগর মনে হয়। শুষ্ক মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়। পুরো প্রান্তর জুড়ে ঘাস গজায়, গবাদি পশুর বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠে। শীত কালে নানা ধরনের ফসলেরও আবাদ হয়।

হাওড় পর্যটন: হাওড় পর্যটন হল পর্যটনের এমন একটি ধরণ যেখানে পর্যটকরা হাওড় অঞ্চলে বিনোদন বা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি নির্ভর বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।

জলাভূমি: জলাভূমি হল স্থায়ী অথবা মৌসুমী ঋতুতে গড়ে উঠা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, স্থির বা প্রবাহমান পানিবিশিষ্ট, স্বাদু, লোনা বা লবণাক্ত পানির সাথে সম্পৃক্ত অঞ্চল যার স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য আছে।

জলাধার: জলাধার অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি।

রামসার সাইট: রামসার কনভেনশনের অধীনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষ জলাভূমি অঞ্চলকে রামসার সাইট (Ramsar Site) নামে অভিহিত করা হয়।

রামসার কনভেনশন: এটি একধরণের আন্তঃসরকারি পরিবেশগত চুক্তি যা জলাভূমিকে ভিত্তি করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক গঠিত হয়েছে।

৩. উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে হাওড় পর্যটনের প্রবর্তন ও বিকাশ সাধন করাই এই গাইডলাইনের মূল উদ্দেশ্য। গাইডলাইনটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. হাওড় পর্যটন সম্পদ ও কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
খ. হাওড় পর্যটন উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য টেকসই পন্থা নির্ধারণ করা।
গ. বাংলাদেশে হাওড় পর্যটনের অগ্রগতিসাধনে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
ঘ. হাওড় পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের ও বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিচালনা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।

৪. হাওড় পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

হাওড় বাংলাদেশের একটি অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। সম্ভাবনাময় হাওড় পর্যটনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. হাওড় পর্যটন মূলত প্রকৃতি নির্ভর পর্যটন।

খ. এটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের (পাখি এবং বন্যপ্রাণী, ভাসমান শাপলা বিল ও সবজিবাগান) মাঝে উপভোগ করা যায়।
গ. এটি নানবিধ বিনোদনমূলক এবং রোমাঞ্চকর আকর্ষণ নিয়ে গঠিত।
ঘ. পর্যটকরা জল এবং ভূমি ভিত্তিক উভয় যেমন: নিরাপদ গোসল করা, মাছধরা, গ্রামীণ বাড়ী-ঘর পরিদর্শন, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ইত্যাদি কার্যক্রমই উপভোগ করতে পারে।
ঙ. হাওড় পর্যটন মৌসুম নির্ভর হয়ে থাকে ফলে এই পর্যটনের জন্য বর্ষাকাল হলো পিক পিরিয়ড এবং শীতকাল অফ-পিক পিরিয়ড। ঋতুভেদে হাওড় পর্যটনের সৌন্দর্য ভিন্ন হয়ে থাকে।
চ. হাওড় তীরবর্তী স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা, স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ও গ্রামবাসীর জীবন বৈচিত্র উপভোগ ও শিক্ষণ।

৫. হাওড় পর্যটনের জন্য গাইডলাইন জলাভূমি ভিত্তিক পর্যটন বিশ্বব্যাপী খুবই জনপ্রিয়। হাওড় হল জলাভূমির একটি অনন্য রূপ এবং যথাযথ গাইডলাইন
র মাধ্যমে হাওড় পর্যটন বাংলাদেশের পর্যটনকে আরো বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পারে। হাওড়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ অক্ষুন্ন রেখে হাওড় ও জলাভুমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী প্রতিপালন করে টেকসই পদ্ধতিতে হাওড় পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং হাওড়কে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত করা।

৫.১ কাঠামোগত উন্নয়ন

ক. পর্যটন সমৃদ্ধ হাওড় এলাকা বিশেষ হাওড় পর্যটন অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়া।
খ. হাওড় পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশে আবাসন, খাবার ও বিনোদন সুবিধা গড়ে তোলা।
গ. অনন্য পর্যটন অভিজ্ঞতার জন্য ভাসমান রেস্তোরাঁ চালু করা।
ঘ. বিভিন্ন জল ভিত্তিক কার্যক্রম (যেমন: কায়াকিং, স্নোলিংরকে, নৌকাচালনা ইত্যাদি) পরিচালনা করা।
ঙ. বিভিন্ন স্থল ভিত্তিক কার্যক্রম (যেমন: ক্যাম্পিং, পাখি দেখা, বোর্ডওয়াক ট্রেইল ইত্যাদি) পরিচালনা করা।
চ. হাওড় পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি জরুরি সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা।
ছ.পাহাড়, নদী, মেঘের মিলনমেলাকে আরও বেশী উপভোগ্য করে তোলার জন্য নৌ চ্যানেল চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন গাইডলাইন প্রদান।
জ. হাওড়ে গমনের প্রবেশদার ও বর্হিগমন স্থান সুনির্দিষ্ট করা এবং নৌযান ব্যবস্থাপনা ও পর্যটকদের সুবিধাদিসহ জেটি, পল্টুন স্থাপন।
ঝ. পর্যটন বান্ধব স্পীড বোট/ সোনার তরী/ সাম্পান/ বোট হাউজ ইত্যাদি নির্মাণ।
ঞ. পরিবেশ বান্ধব ভাসমান খাবার দোকান স্থাপন।
ট. সুনির্দিষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
ঠ. ভাসমান সবজি ও ফুলবাগান তৈরি করা।
ড. পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষা করার জন্য মাছ ও পাখির অভয়ারণ্য স্থাপন।
ঢ়. হাওড় তীরবর্তী পর্যটন আকর্ষণীয়স্থানে পর্যটকদের জন্য ওয়াশব্লক, স্যুভেনির শপ ও রেস্ট রুম স্থাপন।
ণ. শব্দদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
ত. হাওড় অঞ্চলটিকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা করা।
থ. পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ।
দ. পর্যটকদের পর্যটনের সুযোগসুবিধা উন্নয়ন।
ধ. স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, হস্তশিল্প ইত্যাদি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা।
ন. সকল ধর্মের লোকদের নিয়ে হাওড় পর্যটন উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর জন্য স্থানীয় কমিটি গঠন করা।
প. কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম, হোম স্টে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও সুবিধাদি প্রদান।
ফ. বাউল/আধ্যাত্মিক/কালচারাল টিম গঠন ও প্রতিটি নৌযান বা নির্ধারিত স্থানে কালচারাল শো এর ব্যবস্থা করা।

ব. সকল স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্টকরণ।
ভ. হাওড় পর্যটন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা।
ম. হাওড় পর্যটনে পর্যটন সেবা প্রদানকারী সকল অংশীজনের প্রশিক্ষণ আয়োজন উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা করা।

৫.২ হাওড় ভ্রমণের অনুসরণীয়

ক. যা করা যাবে না:

১। উচ্চ গতিসম্পন্ন এবং তীব্র শব্দের ইঞ্জিন-নৌকা চালানা;
২। অতিথি পাখির অভায়শ্রমের কাছে প্রবেশ;
৩। হাওড়ের পানিতে কিংবা পাড়ে পানির বোতল, চিপসের প্যাকেট চকলেটের মোড়ক ফেলা;
৪। খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্টাংশ পানিতে ফেলা;
৫। নৌকা করে ভ্রমণের সময় উচ্চ শব্দে হর্ণ বা মাইক বাজানো;
৬। যত্রতত্র নৌকা নোঙ্গর করা;
৭। হাওরের পানিতে কিংবা পাড়ের গাছ নস্ট করা কিংবা গাছের পাতা ছিঁড়া;
৮। এক জায়গা ৩০ এর অধিক দর্শণার্থীর সমাবেশ।

খ. যা করা প্রয়োজন:

১। গাইডের সহায়তা হাওড়ে নৌকা ভ্রমণ;
২। দূর থেকে অতিথি পাখি অবলোকন;
৩। পানির বোতল, চিপসের প্যাকেট এবং চকলেটের মোড়ক নির্ধারিত বিনে ফেলা অথবা সাথে নিয়ে আসা;
৪। নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা;
৫। স্বল্প শব্দের এবং স্বল্প গতিসম্পন্ন নৌকায় ভ্রমণ;
৬। নিরাপদ স্থানে নৌকায় রাত্রিযাপন।

৫.৩ হাওড় পর্যটন টেকসইকরণ

ক. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা।
খ. হাওড় পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
গ. স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ হাওড় পর্যটন অঞ্চলের স্থানীয় মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা।
ঘ. পরিবেশবান্ধব কাঠামোগত উন্নয়নকে (যেমন: বাসস্থান এবং থাকার ব্যবস্থা, পরিবহণ) উৎসাহিত করা এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।

৫.৪ বিপণন ও প্রচার

ক. বাংলাদেশকে হাওড় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করতে অনলাইন এবং অফলাইনভিত্তিক প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা।
খ. দেশীয় পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ হাওড় পর্যটন প্যাকেজ তৈরি করতে ট্যুরঅপারেটরদের উৎসাহিত করা।
গ. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মীদের মাধ্যমে হাওড় পর্যটন প্রসারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
ঘ. বিশ্বব্যাপী প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে (যেমন: আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা) অংশগ্রহণ করা এবং বাংলাদেশের হাওড় পর্যটন আকর্ষণসমূহকে তুলে ধরা।
ঙ. হাওড় পর্যটন সম্পদের উন্নয়নে পরিচিতিমূলক ভ্রমণের (Familiarization trips) ব্যবস্থা করা।

চ. বাংলাদেশে হাওড় পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রচারের সঙ্গে জড়িত ট্রাভেল এজেন্সি এবং ট্যুর অপারেটরদের প্রণোদনা প্রদান করা।

ছ. হাওড় পর্যটনকে একটি নতুন আকর্ষণ হিসেবে প্রচার করা যা কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপের মতো সমুদ্র সৈকত ভিত্তিক পর্যটন আকর্ষণীয়স্থান থেকে অতিরিক্ত পর্যটকের চাপ সরিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

জ. হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সাথে মিলে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক "বিশ্ব জলাভূমি দিবস" পালন করা।

৬. হাওড় পর্যটন সংরক্ষণ

পর্যটনের উদ্দেশ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে:

ক. পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এবং হাওড় ও জলাভুমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসরণ করা।

খ. বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সম্পর্কিত গবেষণাকার্যে সহযোগিতা করা।

গ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হাওড় পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োজিত করা।

ঘ. রামসার কনভেনশন অনুযায়ী সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা।

৭. হাওড় পর্যটনের জন্য কমিটি

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম হাওড় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে দুটি সুনির্দিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে।

৭.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি হাওড় পর্যটন সাইট নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাংলাদেশের হাওড় পর্যটন কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে। কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে:

ক. হাওড় পর্যটন বিকাশের জন্য সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা।

খ. হাওড় পর্যটনে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন বিনোদনমূলক কার্যক্রম এবং ইভেন্ট নির্ধারণ করা।

গ. হাওড় পর্যটন ইভেন্ট আয়োজন এবং প্রচারের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতি তৈরি করা।

ঘ. হাওড় পর্যটন বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মধ্যে (যেমন: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে মাঝে সমন্বয় সাধন করা।

ঙ. হাওড় পর্যটন পরিষেবাকে মানসম্মত করার উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা।

চ. হাওড় পর্যটনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

ছ. হাওড় পর্যটন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জেলা কমিটি গঠন করা।

নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হতে পারে এবং কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (সদস্য)
৯. হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (সদস্য)
১০. হাওড় পর্যটন বিশেষজ্ঞ (সদস্য)
১১. শিক্ষাবিদ/হাওড় পর্যটন গবেষক (সদস্য)
১২. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য (সদস্য)
১৩. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)
১৪. ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিনিধি (সদস্য)
১৫. হাওড় পর্যটন উদ্যোক্তা (সদস্য)
১৬. ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্প সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)
১৭. সাংবাদিক/ বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক (সদস্য)
১৮. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য সচিব)

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যরা নূন্যতম উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। হাওড় পর্যটন সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রচার এবং সংরক্ষণের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত জেলা কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি জেলা কমিটির হাওড় পর্যটন সম্পর্কিত কার্যাবলী মূল্যায়ন করবে। কমিটি বছরে অন্তত দুবার বৈঠকে বসবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সভার আলোচ্যসূচি এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

৭.২ জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

সকল জেলায় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি হাওড় পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে :

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হাওড় পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন করা।
খ. হাওড় পর্যটনের উন্নয়নের জন্য নতুন পর্যটন কেন্দ্র এবং বিনোদনমূলক কার্যাবলী চিহ্নিত করা।
গ. হাওড় পর্যটন বিকাশের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা।
ঘ. পরিবেশ বান্ধব এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হাওড় পর্যটন কার্যক্রমের মান নির্ধারণ করা।
ঙ. হাওড় পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করা।
চ. হাওড় পর্যটন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বহাল রাখতে পর্যটনস্থলের সমস্ত কার্যক্রম ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা।
ছ. পর্যটক সংখ্যা, রাজস্ব আয়, পরিবেশের ওপর প্রভাব, স্থানীয় কর্মসংস্থানে হাওড় পর্যটনের অবদান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কাছে পেশ করা।

৮. হাওড় পর্যটনের জন্য অর্থায়ন এবং বাজেট

হাওড় পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা যেতে পারে:

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে হাওড় পর্যটন সাইট এবং ইভেন্টগুলোর উন্নয়ন, প্রচার এবং সংরক্ষণের জন্য সহ-অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।
খ. হাওড় পর্যটনের সুবিধার্থে স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা/পর্যটন ব্যবসা এবং এনজিওগুলোর মতো মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) গঠন করা।
গ. হাওড় পর্যটন স্থানগুলির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করা।
ঘ. বেসরকারি তহবিলকে উৎসাহিত করার জন্য হাওড় পর্যটন সাইট ইজারা দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা।